নিউ টকীজের চিত্রার্ঘ্য —
নারী
NEW TALKIES LIMITED

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীরঞ্জন সেন, সত্ত্বাধিকারী 'অজানা' ১০।১ এলগিন রোড; আগরওয়ালা গার্ডেন, বেহালা; রাজনারায়ণ রাইস্ মিল, টালিগঞ্জ; কবিরাজবাগান রাইস্ মিল, উল্টাডাঙ্গা;

আমাদের "নারীর" চিত্রগ্রহণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

সংগঠনকারীগণ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	প্রফুল্ল রায়
প্রযোজক	...	কে, তুলসান
কাহিনী	...	জ্যোতি সেন
সংলাপ	...	শচীন সেনগুপ্ত
		প্রেমেন্দ্র মিত্র
		আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দ-যন্ত্রী	...	অতুল চট্টোপাধ্যায়
আলোক-চিত্রশিল্পী	...	সুধীন মজুমদার
গীতিকার	...	শৈলেন রায় ও প্রণব রায়
সুরশিল্পী	...	রাইচাঁদ বড়াল
সম্পাদনা	...	হরিদাস মহলানবীশ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	ভূপেন মজুমদার
নৃত্য-নির্দ্দেশক	...	সমর ঘোষ
ব্যবস্থাপক	...	নিত্যানন্দ গুপ্ত
প্রধান কর্ম্ম-সচিব	...	অমিয়মাধব সেনগুপ্ত
রূপসজ্জা	...	খগেন পাঠক
স্থির-চিত্রশিল্পী	...	বিশ্বনাথ ধর

সহকারীগণ

চিত্রনাট্যে ও পরিচালনায়	...	আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনায়	...	বংশী আশ্ ও ডি, ঘোষ
ব্যবস্থাপনায়	...	পূর্ণেন্দু চৌধুরী, সত্যেন দত্ত,
		প্রতুল ঘোষ ও প্রবোধ পাল
সুরশিল্পে	...	সুজিৎ নাথ ও রসিদ আতরা
স্থির-চিত্রশিল্পে	...	নিমাইচাঁদ পাইন

এ্যাসোসিয়েটেড প্রডিউসার্স লিমিটেড ষ্টুডিওতে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ভূমিকা-লিপি

মিনতি	...	শ্রীলেখা দেবী
সুষমা	...	পদ্মা দেবী
নীলিমা	...	সাবিত্রী দেবী
শ্যামলা	...	নন্দিতা দেবী
অমিয়া	...	মণিকা গাঙ্গুলী
শকুন্তলা	...	মনোরমা
মিসেস্ সেন	...	রাজলক্ষ্মী
গৌরীমণি	...	অনিলা দত্ত
হৈমবতী	...	মীরা দত্ত

অনাদি	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
রাজবল্লভ	...	ছবি বিশ্বাস
কাশীবাসী	...	শ্যাম লাহা
কথক সুধাকণ্ঠ		কৃষ্ণচন্দ্র দে
মিঃ সেন	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
যজ্ঞেশ্বর	...	হরিমোহন বসু
রমেন	...	জহর গাঙ্গুলী
চন্দ্রবাবু	...	সত্য মুখোপাধ্যায়
পীতাম্বর	...	অহী সান্যাল
অসীম	...	দীপালী গোস্বামী

জিতেন গাঙ্গুলী, প্রভাত চট্টোপাধ্যায় (বাদল), সন্তোষ দাস, রেবা দেবী, এস্ বেঞ্জামিন, রবি বিশ্বাস, কার্ত্তিক রায়, আশু বসু (এঃ), সুধীর মিত্র, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বনার্জ্জী, সুখেন্দু বিকাশ, খগেন পাঠক, মতি, শীলা রায়, কালী ঘোষ, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মিত্র, বিনয় মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ।

বাবার সাঙ্ঘাতিক অসুখের খবর পেয়ে কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে সাহারাণপুর থেকে বাড়ী এসে অনাদি তা'দের পুরোনো চাকর পীতাম্বরের কাছে শুনল যে তা'র বাবা জমিদার শ্রীরাজবল্লভ রায় বেশ সুস্থ আছেন এবং তিনি এখন চালকলে কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করছেন। অনাদি বাবাকে বলল, মিথ্যে টেলিগ্রাম ক'রে আমাকে আনাবার কি দরকার ছিল? তিনি জবাব দিলেন, কিছুতেই বাড়ী আসবে না—তাই এই কৌশল করতে হ'ল। তোমার মা বেঁচে থাকলে কি এরকম দূরে দূরে থাকতে পারতে? পিতৃবন্ধু কবিরাজ মশায় অনাদিকে বললেন, তোমার যে বিবাহের আয়োজন করা হচ্ছে!

জমিদার রাজবল্লভ রায় পুরোনো যুগের মানুষ। তিনি হুকুম দেন, সবাই মেনে চলে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম তিনি কিছুতেই সহ্য করেন না—তাঁর একমাত্র ছেলে, যাকে তিনি খুবই ভালবাসেন—তা'র কাছ থেকেও না। কিন্তু তাঁর ছেলে সেদিন হঠাৎ তাঁর আদেশ অমান্য ক'রে বসল। তাঁর চালকলের একটি মজুরের অপরাধের বিচার করতে বসে তিনি যে মত প্রকাশ করলেন সম্পত্তি চালাবার কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ স্বপ্নবিলাসী ছেলের চোখে সেটা নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হ'ল। এই সামান্য ব্যাপারটি উপলক্ষ্য ক'রে পিতাপুত্রে একটি প্রকাণ্ড বিবাদ ঘটে গেল। ছেলে রাগ ক'রে চলে গেল। বাপ কিন্তু স্নেহের বশবর্ত্তী হয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে আনলেন না—পিতৃস্নেহের করুণ আবেদনকে নিজের মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় নিতান্ত কঠিন হ'য়েই তিনি গোপন ক'রে রাখলেন।

তারপর অনাদিকে আমরা দেখলাম কাশীতে—নিরীহ চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে। ইনি রাজবল্লভবাবুর বন্ধু। অনাদিকে বিশেষ স্নেহ করেন। অনাদির কাছে জানতে পারলেন, রাজবল্লভবাবু ছেলের বিবাহ দেবার চেষ্টা ক'রেছেন—ছেলে রাজী হয়নি—বুঝলেন এ প্রবীণ ও তরুণের সাময়িক দ্বন্দ্ব, ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা। এসব শুনে চন্দ্রবাবু বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'লেন না—কিন্তু অনাদি যখন বলল, যে একটি বিবাহিতা তরুণী তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে তার বৃদ্ধা পিসিমাকে নিয়ে অনাদির সঙ্গে কাশীতে এসেছে এবং তাঁর নিজের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় দিতে হ'বে তখন চন্দ্রবাবু একটু চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। তবুও আশ্রয় যে চাইছে তাকে তিনি বিমুখ ক'রতে পারলেন না—বিশেষ রাজবল্লভবাবুর ছেলে অনাদি যখন অনুরোধ করছে।

মেয়েটির নাম মিনতি। মিনতি ও তার পিসীমাকে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে অনাদি সাহারাণপুর রওনা হ'তে যাবে—এমন সময় সে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। চন্দ্রবাবু চিন্তিত হ'য়ে রাজবল্লভবাবুকে টেলিগ্রাম করলেন। রাজবল্লভ খবর পেয়েই কাশীতে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন—

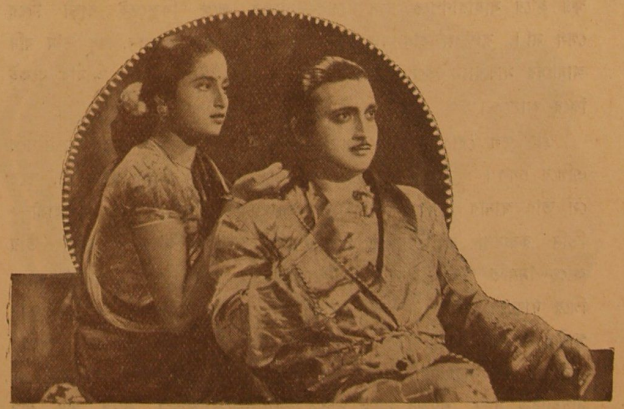

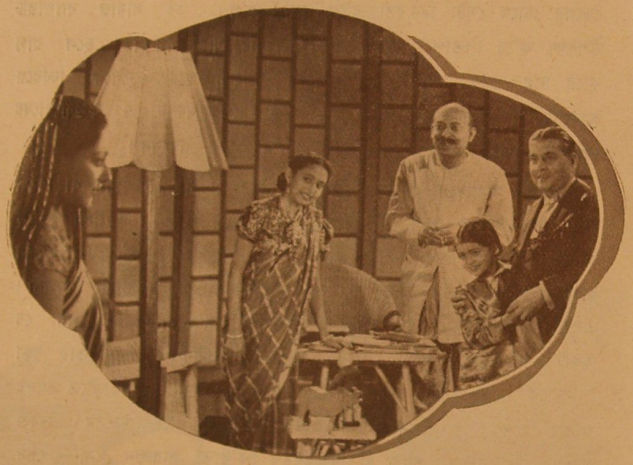

দেখলেন, ছেলের সঙ্গে একটি অপরিচিতা তরুণী। ছেলের বিবাহে অনিচ্ছা হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পেলেন, এই মনে ক'রে মিনতি ও অনাদির কল্পিত সম্বন্ধ নিয়ে রাজবল্লভবাবু তাদের বহু তিরস্কার করলেন। রাজবল্লভবাবুকে মিনতি সোজাসুজি জানিয়ে দিল যে সাধারণ ভদ্রতা ছাড়া অনাদির সঙ্গে তাদের আর কোনও সম্বন্ধ নেই। অনাদি কিন্তু তা'র বাবার এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে সাহারাণপুরে চলে গেল—বাপের সঙ্গে কিছুতেই বাড়ী ফিরে গেল না। রাজবল্লভবাবু যাবার সময় মিনতিকে বলে গেলেন, শুধু তুমি যদি আমাদের মাঝখানে এসে না দাঁড়াও ত' আমার ছেলে আবার আমার বুকেই ফিরে আসবে।

এই ভুল বোঝার ভার মাথার ওপর নিয়ে মিনতি তার জীবন-পথে এগিয়ে চলল। ভাগ্যদেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হলেন কিনা জানি না, তবে সে তার স্বামীর সাক্ষাৎ পেল। স্বামী বামাচরণ এখন মহাপ্রভু কাশীবাসী—তিনি কৃষ্ণসখা বহু বৈষ্ণবীর সঙ্গে সাধনা ইত্যাদি ক'রে থাকেন। তাঁর কাছে মিনতি শুনল যে স্ত্রীর দাবী নিয়ে সে আর তার স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না—বড় জোর বহু সেবাদাসীর একজন হ'য়ে সে তার স্বামীর নকল জীবন-যাত্রার একপাশে একটুখানি স্থান পেতে পারে। নারীত্বের এই অবমাননা মিনতি সহ্য করল না। আমাদের সমাজের যে ব্যবহারিক রীতি, শাস্ত্রের সমস্ত পবিত্র অনুশাসনকে লঙ্ঘন ক'রে শুধু স্ত্রীর ওপরই বিবাহিত জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য ও স্বার্থত্যাগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে—সেই নীচতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে মিনতি তার স্বামীর অপবিত্র আশ্রম ত্যাগ ক'রে চলে গেল।

হঠাৎ তার পরিচয় হ'য়ে গেল কথক সুধাকণ্ঠের সাথে। নারীর যে বেদনা যুগ যুগ ধরে ভাষা পায়নি এঁরই গানে এবং কথকতার মধ্যে সেই দুঃখ রূপ পেয়েছে। অন্ধ কথকের একমাত্র কন্যা সরমাও যে অপমানিতা—তাই কথক সুধাকণ্ঠের সঙ্গীত—অসহায় পিতৃহৃদয়ের বিলাপ। এই সরমার সঙ্গেই মিনতির পরিচয় হ'ল। উভয়েরই স্বামী এক ব্যক্তি—বামাচরণ—একই অন্যায় সে এই দুই স্ত্রীর ওপর ক'রেছে। সরমা দেবার্চ্চনার মধ্যে এ বেদনা ভুলে যেতে চায়। মিনতি বলে, নিজেকে ছলনা ক'রে সে বেঁচে থাকতে চায় না—সত্য, তা সে যত অপ্রিয়ই হোক্ না। যে চোখ মেলে দেখবে—স্বামীভক্তির অজুহাতে অন্যায়টাকে সে ন্যায় ব'লে কিছুতেই মেনে নেবে না। স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও এয়োতির সমস্ত চিহ্ন সে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিল।

দূরে গিয়েও অনাদি মিনতিকে ভুলতে পারেনি। মিনতির কাছে যেটা নিছক সাধারণ ভদ্রতার সম্বন্ধ, অনাদির বিদ্রোহী মন সেইটিকেই ঘনিষ্ঠ করে তুলতে চাইল। মিনতির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনাদি কাশীতে এল। শুনল তার স্বামীর জঘন্য অনাচারের কথা—জানতে পারল মিনতির প্রতিবাদের ইতিহাস। এই নারীটির প্রতি তার যে সুপ্ত প্রেম এতদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি,

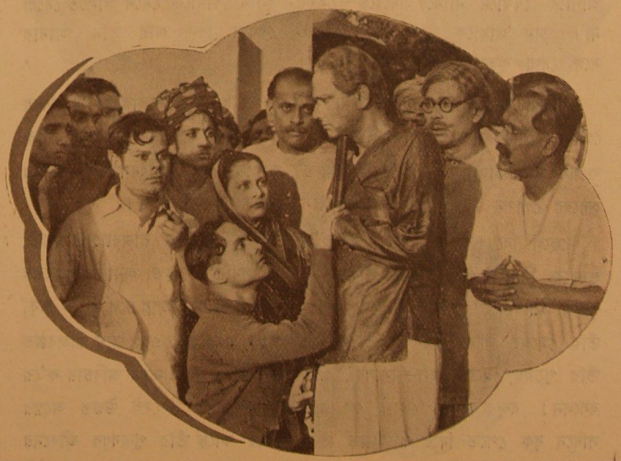

আজকের এই অবসরে অনাদি তা' প্রকাশ ক'রে বসল। মিনতিকে বলল, এসো, একসঙ্গে আমরা জীবন ভাসিয়ে দিই। নারীর আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্খা কিন্তু প্রেমিকের এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিল না। মিনতি বলল, না। সমাজ আমাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছে—সেখানে আমি তোমাকে নেমে আসতে দেবো না। তুমি আমাকে ভুলে যাও। জীবনে কোনো দিন আর তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টাও কোরো না।

রাজবল্লভের অনুমান মিথ্যা হ'ল না। অনাদি তার বাবার কাছে ফিরে গেল। তাঁরই পছন্দ করা মেয়েকে সে বিয়ে করল। যে ভালবেসেছিল, কিন্তু অশেষ মঙ্গলাকাঙ্খায় যে নিজেকে বঞ্চিত করেছে সেই সংযমসাধিকা রমণীর হৃদয়ের গোপন ক্রন্দন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'তে লাগল।

ছেলে বিয়ে করল, কিন্তু সুখা হ'ল না—এই অশান্তি রাজবল্লভের পিতৃ-হৃদয়কে নিরন্তর পীড়া দিতে লাগল। স্ত্রী নীলিমার কাছেও অনাদির অন্তরের শূন্যতা ধরা পড়ে গেল। মানুষের হৃদয়ের উপরে কারুর জোর চলে না। তবু, তাঁর স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূকে তাঁর ছেলে অগ্রাহ্য করেছে, এরই জন্যে রাজবল্লভ তাঁর পুত্রের স্নেহের স্থল—মিলের দুঃখী কর্ম্মচারীদের প্রতি নতুন অবিচার ক'রে বসলেন। বন্দুক হাতে ছেলে এল প্রতীকার করতে। সেই উদ্যত অস্ত্রের সাম্‌নে বুক পেতে দিয়ে রাজবল্লভ তাঁর পুত্রের কাছে তাঁর পুত্রবধূর জীবনের মঙ্গল ও পরিপূর্ণতা ভিক্ষা করলেন। চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে আবার ক্ষুব্ধ পিতা ও পুত্রের সাধারণ মিলন হ'য়ে গেল। পিতা ভাবলেন, কাশীর সেই পরিচিতা রমণীর মানস-মূর্ত্তি ছেলের জীবনে আর কোনও সমস্যার সৃষ্টি করবে না।

মিনতির স্বামী কাশীবাসীর অনাচারে ব্যথিত হ'য়ে অত্যাচরিত নর-নারীর দল কথক সুধাকণ্ঠের কাছে এল বিচারের দাবী জানাতে। সাধক তাঁর দেবতার কাছে এই অন্যায়ের প্রতীকার ভিক্ষা করলেন। কাশীবাসীর অনুচরের দল কথকের এই প্রতিবাদ দমন করতে চাইল। কথককে ছলনা ক'রে তারা কাশীবাসীর গুপ্তকক্ষে নিয়ে গেল। কথকের খোঁজে মিনতিও সেখানে গিয়ে পৌছাল। কাশীবাসীর ইচ্ছা ছিল নিজের স্ত্রী মিনতিকে অসৎ জীবন যাপন করতে বাধ্য করানো—হৈমবতী তার নর্ম্মসহচরী হলেও নারী—সে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করল। বলল, মিনতি এখানে থাকবে না কাশীবাসীর দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে হৈমবতী আকস্মিকভাবে নিহত হ'ল। নিজের অনুচরদের সাক্ষ্যের জোরে কাশীবাসীর পাপ প্রমাণিত হ'ল। সে আর আত্মপক্ষ সমর্থন করল না। ভগবানের বিধানে এবং বিচারকের নির্দ্দেশে সে দণ্ডিত হ'ল।

অনাদি দূরে থেকেও দৈবাৎ এই ঘটনার কথা জানতে পারল। মিনতিকে আশ্রয় দেবার জন্যে তার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠল কিন্তু তার পিতার উপদেশে অনাদি নিজেকে সংযত করল।—অনাদির স্ত্রী আছে—পুত্র আছে, কাজেই যে মিনতি দূরে ছিল, সে দূরেই পড়ে রইল।

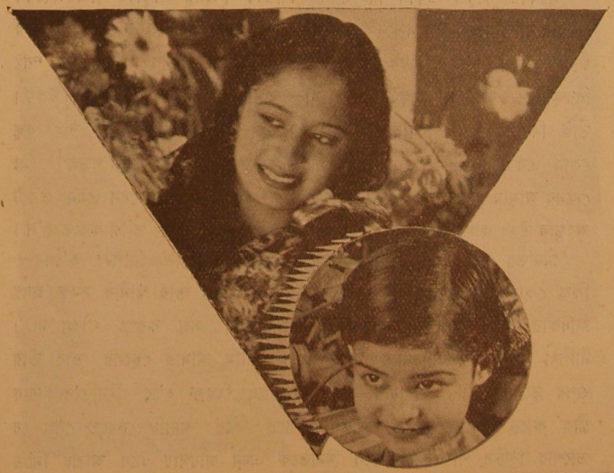

সরকার পক্ষের উকীল মিঃ সেন মিনতিকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন —তাঁর নাতি-নাতনীদের গভর্নেস ক'রে। এই ছেলে-মেয়েটিকে পেয়ে মিনতির জীবনে নতুন ক'রে শান্তির উন্মেষ হ'ল। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ—যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না—আমাদের সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু। তাই মিনতি কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও—মিসেস সেন এবং তাঁর বন্ধু কোন একটি স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শকুন্তলার বিষ-নয়নে পড়ল। মিঃ সেনের আমুদে ভাগ্নে রমেনকে উপলক্ষ্য ক'রে শকুন্তলা ও মিসেস্ সেন এমন একটি অবস্থার উদ্ভব করলেন যে মিনতিকে বাধ্য হয়ে মিঃ সেনের আশ্রয় ত্যাগ করতে হ'ল।

মিনতির কাছ থেকে ছেলেকে দূরে রেখে রাজবল্লভ নিশ্চিন্ত হ'লেন—কিন্তু কোনও নাম-না-জানা কুন্দনন্দিনী দূরে থেকেও তার স্বামীর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে রাখবে—অনাদির স্ত্রী নীলিমা তা' সহ্য করতে পারল না। নীলিমা বলল, কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে এসো—আমি আমার ছেলের ভার তাঁর ওপর তুলে দিই। নীলিমার বহু অনুরোধে বিরক্ত হ'য়ে মিনতিকে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে কাশীতে এসে অনাদি দেখতে পেল যে ভাগ্যের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ফলে মিনতিকে এমন জায়গায় এসে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে যেখানে তা'র এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়। অনাদি মিনতিকে নিয়ে যেতে চাইল। মিনতি বলল, আমাকে আশ্রয় দিতে চাও? অনাদি জবাব দিল, না। আমার সাংসারিক জীবনে আজ যদি কেউ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে ত' সে তুমি। তাই তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

সেদিন একজনের ভিক্ষা যদি আর একজন পূরণ না করত—পুরুষের সকাতর আবেদন যদি নারীর সংযত হৃদয়ের মর্ম্ম স্পর্শ না ক'রে বিফল হ'য়ে ফিরে আসত, তা'হলে হয়ত অনেকগুলো জীবনের বিপ্লব বাইরের জগতে কোনও পরিণতিই পেত না। কিন্তু জীবনের পথে হৃদয়ের গতি সব সময় রুদ্ধ ক'রে রাখা যায় না—তাই কখনও কখনও সংসারে সমস্যার স্রোত ফেনিল হ'য়ে ওঠে—আর সকল সংঘাতের মধ্যেও জেগে ওঠে এমন এক একটা প্রশ্ন—যুগ-যুগান্ত কাল ধ'রেও যার কোনও সমাধান সমাজ খুঁজে পায় না।

তখন মানুষের বুদ্ধি শুধু বিভ্রান্ত হয়ে বিধাতার নির্দ্দেশের পানে চেয়ে থাকে.....

(১)

কোরাস ঃ

পুরবাসী পুরনারী এস মায়া মোহ ছাড়ি
এসেছে যে অভয়শরণ।
ও চরণে ধূলিকণা প্রেমে হয় কাঁচাসোণা
প্রভু যে রে পরশরতন॥
তোরা চলে আয় চলে আয়
দীনের দয়াল এলো, চলে আয় চলে আয়
পাপীতাপী চলে আয়।
বিপদবারণ এলো, চলে আয় তোরা চলে আয়
অভয়শরণ এলো চলে আয় চলে আয়
(তোরা) প্রেম দিতে চলে আয়
চলে আয় চলে আয়
পাপীতাপী চলে আয়
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল॥

রচনা ঃ শৈলেন রায়

(২)

কথক সুধাকণ্ঠ ঃ

দান ক'রে যেবা হৃদয় নিঙাড়ি
প্রতিদান নাহি চায়।
এ হেন নারীর বেদনা-অশ্রু
ভুবনে গগনে ছায়॥
সংসার যদি স্বর্গ করেছে নারী
কেন দশদিশি লাঞ্ছনা হেরি তারি
অপমান তার অপমান ওগো ভগবান
নীরবে সবে কি হায়॥
নারীর নয়নে কল্যাণ দীপ জ্বলে,
সদা শঙ্কিত মায়ের হৃদয় গলে,
লুকায়ে বেদনা গোপন ফল্গু তলে,
হাসি দিয়ে ঢাকে ব্যথিত অশ্রুজলে।
চন্দন সম আপনারে করি ক্ষয়
সুরভি বিলায়ে সে শুধু বিলীন হয়
এত দিয়ে তবু বঞ্চিতা নারী
বঞ্চনা শুধু পায়॥

রচনা ঃ শৈলেন রায়

(৩)

কোরাস ঃ

প্রেমরাগে রসকেলি মধুর বৃন্দাবনে।
মাতল শ্রীরাধা শ্যাম পুলক মদন রণে॥
লচকিয়া কেহ আসি
মুচকিয়া কেহ হাসি
নাগরেরে বাঁধি বাহুপাশে।
কায়ানগর আজি মদনের লীলাভূমি
তনু কাঁদে তনুর তিয়াসে॥
মুঠি মুঠি ফুল তুলি
হানি ফুল হল ধুলি
আঁখি হানে প্রেম-ফুলশর।
অধরের কুমকুমে রাঙাবো অধর চুমে চুমে
তনুলতা কাঁপে থর থর॥
কি মায়া জান—
হায় গো বঁধু কি মায়া জান।
কুল ছাড়া করি অকূলে ভাসাতে
ও বাঁশী বাজাতে জান॥

মোরা কুল দিব
(ওগো) কুলহারা জনে কুল যে দিব
এই হৃদয়ের কুলে কুল যে দিব
গোপিকা কুসুমে ব্রজের রাখাল ভ্রমর হয়ে সে রবে।
তনুতে তনুতে অণুতে অণুতে অশেষ মিলন হবে॥
রচনা ঃ শৈলেন রায়

(৪)

পাগল ঃ

কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়।
হায় ধরণীর লাঞ্ছিতা মেয়ে
একি তোর পরাজয়॥
কেহ বুঝিল না কি যে তোর 'অভিমান,
প্রেমের পূজারে কেহ ত' দিল না মান;
পাষাণ দেবতা দলে গেল তোর
হৃদয়ের সঞ্চয়॥
(তবু) হৃদয়-পদ্ম ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধর,
আপনারই পরে রাখ তুই নির্ভর;
(তোর) দেবতা যদি বা মিথ্যা হ'ল রে
পূজা তোর মিছে নয়॥
রচনা ঃ প্রণব রায়

(৫)

কথক সুধাকণ্ঠ ঃ

হে বিশ্বনাথ জ্বালো জ্বালো
তব নয়ন-বহ্নি জ্বালো
জ্বলুক বহ্নি ললাট-চন্দ্রে
ঘুচুক তিমির কালো।
বিশ্ব ভরিয়া তব অপমান
জাগো হে রুদ্র জাগো ভগবান
নখরে ছিঁড়িয়া সূর্য্য চন্দ্র
ঘুচাও তোমার আলো॥
আমি যে দেখেছি অন্ধনয়নে মম
শত লাঞ্ছিতা তব নাম ধ'রে সাধে
অত্যাচারীরে তবুও কি তুমি ক্ষম
শিশু লয়ে বুকে উপবাসী মা যে কাঁদে—
জাগো—ধূর্জ্জটী কর হে প্রলয়
তোমার সৃষ্টি তুমি কর লয়
তোমার আসন কলুষিত আজি
ঢালো অভিশাপ ঢালো॥
রচনা ঃ—শৈলেন রায়

(৬)

অমিয়া, অসীম, মিঃ সেন

রূপ কাহিনীর দেশে তোরা কে যাবিরে বল
আয়রে যত দুষ্টু ছেলে দস্যি মেয়ের দল।
পিয়াল পাতার নৌকা গড়ে
ভাসিয়ে দোব নীলসাগরে
চল্‌বো মোরা পার হয়ে সেই অথই সাগরজল॥

(আমি) প্রজাপতির পাখায় চড়ে
যাব রে সেই দেশ
(যেথা) সাত সাগরের শেষ
(যেথা) সোনার গাছের ডালে ডালে
ধরে হীরার ফল।
আয়রে যত দুষ্টু ছেলে
দস্যি মেয়ের দল॥

(সেথা) ফুলপরীদের সাথে
(আমি) নাচব চাঁদের রাতে
(মোর) পায়ের ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর
বাজবে রে চঞ্চল।
আয় আয় আয়রে যত
দস্যি মেয়ের দল
দুষ্টু ছেলের দল॥
রচনা ঃ প্রণব রায়

(৭)

অসীম, অমিয়া, মিঃ সেন ও মিনতি

ডালিম কুমার ওগো ডালিম কুমার
সাথীর দেখা তুমি পাবেই আবার
পথের দিশা তুমি পাবেই পাবে
রাতের তারা হেসে পথ দেখাবে
গহন বনে যদি নামেই আঁধার ॥

ডালিম কুমার ওগো ডালিম কুমার
সাথীর দেখা তুমি পাবেই আবার ॥

(আমি) পার হ'য়েছি তের নদী
সাত সুমুদ্দুর
মধুমালা কন্যার দেশ আরও কতদূর।
ডালিম কুমার ওগো ডালিম কুমার
সাথীর দেখা তুমি পাবেই আবার ॥
তোমার আশায় ঝরল কুসুম
নিভ্‌ল কত তারা।
পথ-চাওয়া মোর নয়নে হায়
বইল কত ধারা।
জাগো—মধুমালা—জাগো সোনার মেয়ে
পথ-হারাণো রাজার কুমার এলো
তোমার পথ চেয়ে
মধুমালা—মধুমালা—মধুমালা ॥

রচনা : প্রণব রায়

(৮)

মিনতি :

ঘুমপরী আয়রে
খুকু ঘুম যায় রে
স্বপনের ফুল ফোটে নিশি জোছনায় রে।
(সাদা) ঘোড়ায় চড়ে আসে রাজার কুমার
(দেবে) রতন মালা আর সাতনলী হার
(তোর) কপালেতে টিপ্‌ দেবে চাঁদের কণা।
খুকুমণি ঘুম যায় লক্ষ্মীসোণা ॥
ঘুমপরী আয়রে, খুকু ঘুম যায় রে
আঁখি পাতা ঢুলে আসে
মিষ্টি চুমায় রে।

রচনা : প্রণব রায়

নিউ টকীজের
আগামী আকর্ষণ

প্রায়শ্চিত্ত

কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরিচালনা : ধীরেন গাঙ্গুলী
সঙ্গীত : রাইচাঁদ বড়াল

শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দের
একত্র সমাবেশ !

একমাত্র পরিবেশক :
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড
রূপবাণী বিল্ডিংস, কলিকাতা

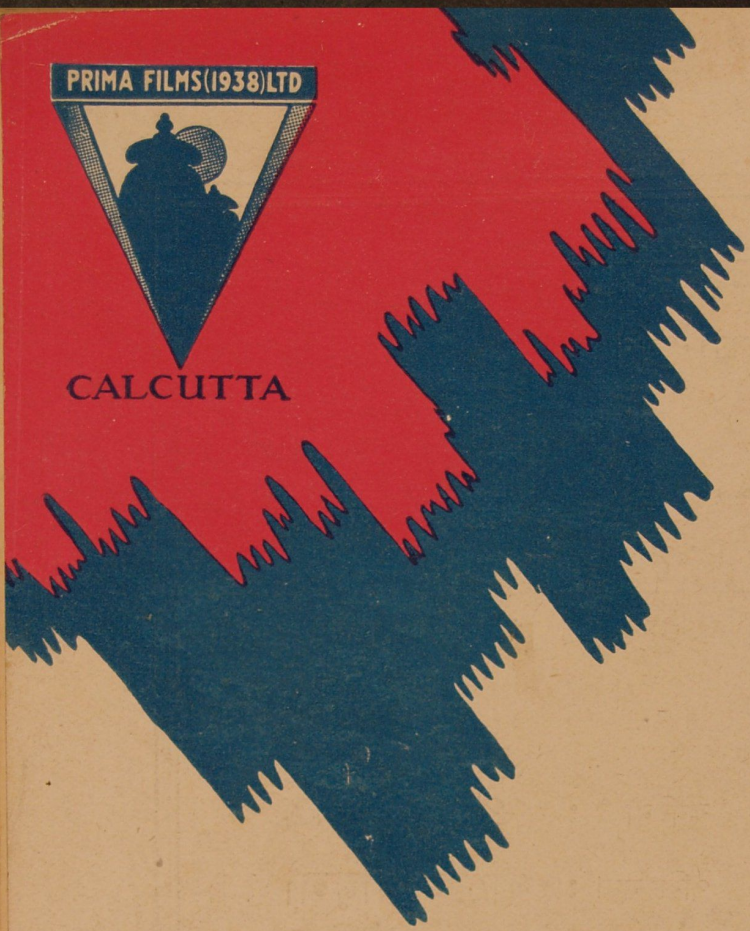

২৬৩, বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ নিউ টকীজ লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচার সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিঃ হইতে মুদ্রিত।